ডাম্পারের ধাক্কায় ছাত্রীর মৃত্যু ঃ বাইক পুড়লো সিভিকের

দুর্ঘটনার পরে স্থানীয়দের বিক্ষোভ (ইনসেটে) মৃত ছাত্রী অনন্যা রায়। নিজস্ব চিত্র

নিজস্ব সংবাদদাতা, পানাগ ড় ঃ পানাগড় বাইপাসে আবারও এক মৃত্যু। এবার বেপরোয়া ডাম্পারের ধাক্কায় প্রাণ হারালো দশম শ্রেণির এক ছাত্রী। ক্ষোভ তুষের আগুনের মতো ধিকিধিকি জ্বলছিল বেশ কিছুদিন ধরেই। এক ছাত্রীর মৃত্যু সেই আগুনে ঘি দিল। ক্ষোভের আগুনে সিভিক পুলিশের বাইক পুড়লো। জনতার ক্ষোভে মার খেল পুলিশ। অবশ্য সিভিকের বাইক পোড়া এবং পুলিশের উপর হামলার অভিযোগ ডিসিপি অভিষেক মোদী অস্বীকার করেছেন। বিশাল পুলিশ বাহিনী এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। প্রায় তিন ঘন্টা পানাগড় বাইপাস অবরুদ্ধ করে রাখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পুলিশ ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে কড়া ব্যবস্থা এবং স্পিড ব্রেকার বসানোর প্রতিশ্রুতি দিলে অবরোধ তুলে নেন স্থানীয় বাসিন্দারা। দীর্ঘক্ষণ যানজট থাকে ২ নং জাতীয় সড়কে। স্থানীয় বাসিন্দারা পানাগড় বাইপাসের সার্ভিস রোডের আন্ডারপাসের কাছে বারবার দুর্ঘটনার জন্য ট্রাফিক পুলিশকেই দায়ী করেন। স্থানীয়দের অভিযোগ, ট্রাফিক পুলিশ যান নিয়ন্ত্রণ নয়, তোলা আদায়ে এবং মোবাইলে ব্যস্ত থাকে তাই বারবার দুর্ঘটনা ঘটে এই অঞ্চলে। বৃহস্পতিবার সকালে পন্ডালীর বাসিন্দা কাঁকসা বালিকা বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্রী অনন্যা রায় (১৪) টিউশনি পড়তে যাচ্ছিল। পানাগড় বাইপাসের সার্ভিস রোডের আন্ডারপাসের কাছে অনন্যা সাইকেল নিয়ে যাওয়ার সময় অত্যন্ত দ্রুতগতিতে একটি ডাম্পার এসে সোজা ধাক্কা মারে অনন্যাকে। ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারায় অনন্যা। ডাম্পারচালক ডাম্পার নিয়ে পালিয়ে যায়। এরপর রাজবাঁধে ডাম্পার ফেলে পালিয়ে যায় চালক। অনন্যার মৃত্যুর খবর এলাকার বিভিন্ন গ্রামে পৌঁছাতেই ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। সামনে থাকা সিভিক ভলেন্টিয়ার এবং ট্রাফিক পুলিশের উপর রাগ আছড়ে পড়ে। উত্তেজিত জনতা মারধর শুরু করেন বলে অভিযোগ। গাড়ি ভাঙচুর থেকে এক সিভিকের বাইকে আগুন লাগিয়েও দেন উত্তেজিত জনতা। পানাগড় বাইপাস অবরুদ্ধ করে রাখেন উত্তেজিত জনতা। প্রায় তিন ঘন্টা পানাগড় বাইপাস অবরোধ করে রাখেন জনতা।

স্থানীয় বাসিন্দা শানু ভট্টাচার্য অভিযোগ করেন, ট্রাফিক পুলিশ এবং সিভিক ভলেন্টিয়ার সময়মতো ডিউটিতে আসেন না আর ডিউটি না করে মোবাইলে ব্যস্ত থাকে আর তার ফলেই বারবার দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযোগ করছেন, ট্রাফিক পুলিশের তোলাবাজির জন্যই লরি ও ডাম্পার চালকেরা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে গাড়ি চালাতে বাধ্য হয়। স্থানীয়দের অভিযোগ, এদিনের দুর্ঘটনাও তোলা আদায়ের জন্য ট্রাফিকের তাড়ায় ঘটেছে। অবশ্য ডিসিপি সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য ডিসিপি অভিষেক মোদী বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। তিনি এলাকার বাসিন্দাদের ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলে অবরোধ ওঠে।

কাঁকসা বালিকা বিদ্যালয়ে অনন্যার মৃত্যুর খবর পৌঁছাতেই শোকের ছায়া নেমে আসে। এক মিনিট নীরবতা পালন করেই স্কুলের ছুটি হয়ে যায়। প্রধান শিক্ষিকা সুমনা পাল বলেন, অনন্যা মেধাবী ছাত্রী ছিল এবং খুব মিশুকে ছিল। স্থানীয়দের প্রশ্ন, আর কত প্রাণ অকালে গেলে ট্রাফিক পুলিশ কর্তারা তাঁদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হবেন?

সোস্যাল মিডিয়ায় নির্যাতিতার নাম প্রকাশ করায় অস্বস্তিতে সিপিএম

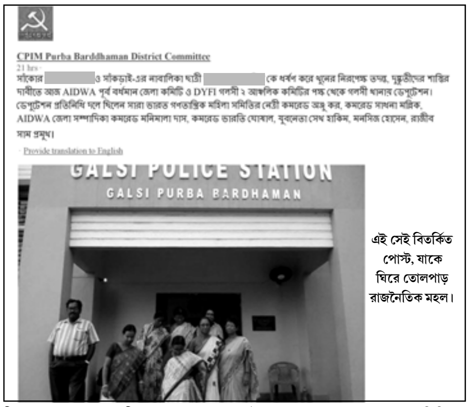

এই সেই বিতর্কিত পোস্ট, যাকে ঘিরে তোলপাড় রাজনৈতিক মহল।

নিজস্ব সংবাদদাতা, গলসি ঃ গলসি ২নং ব্লকে সেপ্টেম্বর মাসে এক গৃহবধূ এবং এক ছাত্রীকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়। আর এই খুনের ঘটনায় সিপিএমের পূর্ব বর্ধমান জেলার মহিলা নেতৃবৃন্দ-সহ বেশ কিছু নেতাও গলসি থানায় বিক্ষোভ দেখান। এখনও পর্যন্ত সবটাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু এরপরে যা ঘটেছে তা চরম অস্বস্তিতে ফেলেছে পূর্ব বর্ধমান জেলা সিপিএমকে। পূর্ব বর্ধমান জেলা সিপিএমের নিজস্ব সোস্যাল নেটওয়ার্কের অফিসিয়াল পেজে লোড করা হয়েছে এই ঘটনা এবং স্মারকলিপি দেওয়ার বিষয়। কিন্তু পূর্ব বর্ধমান সিপিএমের জেলা কমিটির এই পেজে দুই নির্যাতিতার নাম এবং ধর্ষিত ছাত্রীর ছবি পোস্ট করা হয়। এই ঘটনায় দুই বর্ধমান জেলা জুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বিতর্ক উঠছে, তাবড় তাবড় জেলা নেতারা কি জানেন না যে, ধর্ষিতার নাম প্রকাশ করা আইনগতভাবে অন্যায়। শুধু তাই নয়, এই ঘটনা মানসিক এবং সামাজিকভাবে প্রভাব ফেলতে পারে ধর্ষিত হয়ে খুন হয়ে যাওয়া ছাত্রীর পরিবারের উপর। প্রশ্ন উঠছে, জেলার তাবড় তাবড় মহিলা সিপিএমের নেত্রীরা কি রাজনৈতিক ফায়দা তোলার অতিউৎসাহে ভুলে গিয়েছিলেন নিয়মকানুন? বিতর্ক ছড়াতেই ধর্ষিত হয়ে মৃত ছাত্রীর ছবি তুলে নেওয়া হয়। কিন্তু এখনও রয়ে গিয়েছে দুই নির্যাতিতার নাম। কিন্তু নিয়ম হচ্ছে নামধাম এবং ছবি দেওয়া যাবে না নির্যাতিতার। তবে কিভাবে এই কাজ করা হল পূর্ব বর্ধমান জেলা সিপিএমের অফিসিয়াল পেজে? এ প্রসঙ্গে তীব্র সমালোচনা করেছেন গলসি তৃণমূল নেতৃত্ব। গলসি ২নং ব্লকের যুব তৃণমূল নেতা শৈলেন হালদার বলেন, শকুন পেটের দায়ে ভাগাড়ের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে, আর সিপিএম নিজেদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য মৃতদেহ কোথায় তার খোঁজ করে আর মৃতদেহ নিয়ে রাজনীতি করে।

তৃণমূল ব্লক সভাপতি বাসুদেব চৌধুরী বলেন, ৩৪ বছরের শাসনে সিপিএম কোনও স্থায়ী উন্নয়ন করেনি, নিজেদের বাড়ির ছেলেমেয়েদের সরকারি চাকরি পাইয়ে দেওয়া ছাড়া। আর সাধারণ মানুষকে দলদাস হতে বাধ্য করা ছাড়া। এই তৃণমূল নেতা বলেন, সাধারণ মানুষ ত্যাগ করেছে তাই এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। আর প্রতিদিন আইন ভাঙছে। পূর্ব বর্ধমান জেলা সিপিএমের সম্পাদক অচিন্ত্য মল্লিককে পাওয়া যায়নি বলে তাঁর মতামত পাওয়া যায়নি। জেলা পুলিশের একটি বিশেষ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা চলছে।

সমুদ্রগড়ে বিজেপি যুবমোর্চার উদ্যোগে খেলায় জয়ী জয় শ্রীরাম, সেমিফাইনালে জয় মাকালী ক্লাবের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা ঃ বৃহস্পতিবার ভারতীয় জনতা পার্টির ৩৬ নং মন্ডল কমিটির উদ্যোগে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হল সমুদ্রগড় পার্টি অফিসে। রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন ভারতীয় জনতা পার্টির যুব মোর্চার সহসভাপতি ধ্রুব সাহা। উপস্থিত ছিলেন, সৌগত দে, গোপাল চট্টোপাধ্যায়, সুস্মিতা বসাক কর্মকার, শুভদীপ মদার ও সুরজিৎ ঘোষ। এদিনকার রক্তদান শিবিরে মোট রক্ত দিয়েছেন ৮০ জন। এছাড়াও বুধবার রাতে ভারতীয় জনতা পার্টির যুব মোর্চার উদ্যোগে নৈশকালীন ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সুরজিৎ ঘোষ জানিয়েছেন যে, মোট ১৬টি টিম এই ফুটবল খেলায় অংশগ্রহণ করেছিল। ১৬টি টিমের মধ্যে ফাইনাল খেলায় জয়লাভ করেছে স্বরূপগঞ্জের জয় শ্রীরাম ক্লাব। এছাড়াও সমুদ্রগড় নিমতলার সেমিফাইনালে জয়লাভ করেছে জয় মা কালী ক্লাব। নৈশ ফুটবল প্রতিযোগিতা, রক্তদান শিবিরে এলাকার ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীসমর্থকরা যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন বলে দাবি করেন বিজেপি নেতৃত্ব। যুবকদের ভিড় ছিল লক্ষ্যণীয়।

আলমপুর গ্রামে জলবাহিত রোগ জীবাণু নিয়ে আলোচনা চক্র

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাটোয়া ঃ বৃহস্পতিবার কাটোয়া ২ নং ব্লকের অধীন আলমপুর গ্রামপঞ্চায়েতের উদ্যোগে জলবাহিত রোগজীবাণু নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জলবাহিত জীবাণুতে কী কী রোগ সৃষ্টি হতে পারে তা নিয়ে বিস্তারিতভাবে সচেতনতা বাড়াতে আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য দফতরের কর্মীরা, প্রধান মোল্লা নজরুল ইসলাম, উপপ্রধান রাখি ঘটক-সহ অনেকে। উপস্থিত সকলেই বলেন যে, এলাকায় কোনোরকমভাবে জল জমতে দেওয়া যাবে না। দ্রুত জমা জল নিকাশি করে দেওয়া দরকার। স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান মোল্লা নজরুল ইসলাম বলেন যে, জমা জল দ্রুত নিকাশির ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে পঞ্চায়েতের তরফ থেকে। কারণ জমা জল থেকেই ম্যালেরিয়ার মশা তৈরি হয়। যদিও এখন স্বাস্থ্য দপ্তরে বিনামূল্যে ম্যালেরিয়া রোগের চিকিৎসা হচ্ছে তাই ভয়ের কারণ না থাকলেও সকলকে সচেতন হতে হবে এই সব রোগের হাত থেকে নিজেদেরকে বাঁচাতে। এছাড়াও গ্রামে গ্রামে, বাড়ি বাড়ি আমাদের আশাকর্মীরা এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা সচেতনতার কাজ করছেন। যদি কেউ জলবাহিত রোগজীবাণুতে আক্রান্ত হন তাহলে দ্রুত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করার পরামর্শ দিয়েছেন উপস্থিত সকলেই।

দুর্গাপুর ভলেন্টারি ব্লাড ডোনার্স ফোরামের রক্তদানে ৮৫ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ দুর্গাপুর ভলেন্টারি ব্লাড ডোনার্স ফোরাম রক্তসংগ্রহে দিনরাত কাজ করে যাচ্ছে। বুধবার দুর্গাপুরের পান্ডবেশ্বর থানার উদ্যোগে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। সেখানে মোট ৮৫ জন রক্তদান করেন এবং তাঁদের মধ্যে দুই জন মহিলা।

শ্রীবাটি গ্রামে পুজো হয় শাক্ত মতে ঃ নবমীতে হয় ছাগ বলি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাটোয়া ঃ সম্প্রীতির আবহে প্রায় ৩০০ বছর ধরে কাটোয়া ২ নং ব্লকের শ্রীবাটি গ্রামে চন্দ্র বণিকের বাড়ির দুর্গাপুজো আজ সার্বজনীন দুর্গাপুজোয় পরিণত হয়েছে। শেষ মুহূর্তের ব্যস্ততা তুঙ্গে। পুজো ঘিরে এলাকার মানুষের মধ্যে প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। পারিবারিক পুজো হলেও আজ গ্রামের সার্বজনীন পুজো হিসাবে পরিগণিত হয়েছে চন্দ্র বণিক বাড়িক দুর্গাপুজো। এই পুজোর দেবী দুর্গাকে রথযাত্রার দিন থেকে দেবীর গায়ে মাটি দিয়ে নির্মাণ কাজ শুরু করতে হয়। মহালয়ার পরের দিন প্রতিপদ থেকে পূর্ণ ঘাটের জল দিয়ে দেবী দুর্গার পুজো শুরু হয়ে যায়। সপ্তমী ও অষ্টমীতে সন্ধি পুজো ঘিরে দর্শকদের ভিড় থাকে চোখে পড়ার মতো। নবমীর দিন সকাল থেকে পুজো শুরু হয় এবং শেষে ছাগ বলি প্রথা আজও বিদ্যমান। শাক্তমতে পুজো হয় দেবী দুর্গার। গ্রামের বাসিন্দারা জানিয়েছেন যে, চন্দ্র বণিক বাড়ির দুর্গাপুজো পারিবারিক পুজো হলেও আমাদের কাছে আজ গ্রামের সকলের পুজো। উৎসবের মেজাজেই দিনগুলি কাটাই। আলোকসজ্জার মাধ্যমে দর্শক টানার জন্য এই পুজো ঘিরে প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা যায়। হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ এক মিলনমেলার বাতাবরণের মধ্যে বাস করে আসছেন, তাই এই পুজোয় হিন্দু মুসলিম সকলের উপস্থিতিতে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে পুজো যেন অন্য মাত্রা পায় তাই গ্রামের মানুষ এক কথায় প্রায় সবাই বলেছেন, এই পুজোয় দুই সম্প্রদায়ের মানুষই উৎসবের মেজাজে পুজোর প্রত্যেকটা দিন আনন্দ উপভোগ করে থাকেন। এমনটাই জানালেন, এলাকার একরাম শেখ থেকে শুরু করে অসীম বিশ্বাস।

পূর্বস্থলীতে ভারতীয় জনতা পার্টির উদ্যোগে বস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী ঃ পূর্বস্থলী ৩৫ নং ভারতীয় জনতা পার্টি মন্ডল কমিটির ব্যবস্থাপনায় গরিবদের মধ্যে নতুন বস্ত্র বিতরণ করা হল বৃহস্পতিবার। মন্ডল কমিটির সভাপতি বিধান ঘোষ জানিয়েছেন যে, আমরা বৃহস্পতিবার পূর্বস্থলী ১ নং ব্লকের দোগাছিয়া গ্রামপঞ্চায়েতের ফলোহরি, মোজাফফরপুর গ্রাম, কোড়া গ্রাম, বেলঘড়িয়া, বগপুর গ্রামপঞ্চায়েতের করাল গ্রামে গরিব, শিশু ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করি।

তিনি আরও জানিয়েছেন যে, এলাকার মোট দেড় শতাধিক গরিব মানুষের মধ্যে এই বস্ত্রগুলো তুলে দেওয়া হয়। বিধান ঘোষ আরও জানিয়েছেন যে, আগামী দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে যাদের এখনও নুন আনতে পান্তা ফুরায় সেরকম গরিব মানুষের মধ্যে জামাকাপড় তুলে দেওয়া হবে কয়েকদিনের মধ্যে।

পুজো উপলক্ষ্যে পুস্তকের উদ্বোধনে দোলা সেন

নিজস্ব সংবাদদাতা, আসানসোল ঃ আসন্ন দুর্গাপুজোকে সামনে রেখে এসবিএসটিসি-র পক্ষ থেকে একটি পুস্তকের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন রাজ্যসভার সাংসদ দোলা সেন। বৃহস্পতিবার সকালে আসানসোলের সিটি বাসস্ট্যান্ডের কাছে একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই পুস্তকের উদ্বোধন করা হয়। পুজোর সময় প্রচুর মানুষ আসানসোলের বাইরে থেকে ও আসানসোলের বাসিন্দারা বেড়াতে যান। তাদের ভ্রমণের কথা ভেবে এদিন একটি বাস চালু করার কথা বলা হয়। যে বাসে করে আসানসোলের বিভিন্ন পুজোমন্ডপগুলি ঘুরে দেখার ব্যবস্থা করা হয়েছে এসবিএসটিসি-র পক্ষ থেকে। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ দোলা সেন, এসবিএসটিসি-র ডিরেক্টর ও এমএমআইসি অভিজিৎ ঘটক-সহ এসবিএসটিসি-র আধিকারিকেরা। এদিন সাংসদ দোলা সেন বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর একগুচ্ছ প্রকল্পটির মধ্যে এটি একটি। পুজোর সময় এই বাসে চড়ে মানুষ আসানসোলের বিভিন্ন পুজো মন্ডপ ঘুরে দেখতে পারবেন। এসবিএসটিসি-র পক্ষ থেকে জানা গেছে, শীতাতপনিয়ন্ত্রিত এই বাসগুলি বিভিন্ন বনেদি বাড়ির পুজো ও সার্বজনীন পুজো-সহ আসানসোল, কুলটি ও রানিগঞ্জের বিভিন্ন পুজোমন্ডপগুলি ঘুরে দেখাবে। এছাড়া সাংসদ দোলা সেন মুখ্যমন্ত্রীর সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের দিকগুলো নিয়েও আলোকপাত করেন।

ডাঃ অশোক কুমার নন্দী
MBBS, MD, FIAMS
Regd. No.- 54156 (WBMC)
রোগী দেখছেন :- স্পন্দন হেলথ্ পয়েন্ট-এ
লিংক রোড, আরামবাগ, হুগলি
সময়- সকাল ১০.৩০ মি. থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত।
যোগাযোগ ঃ 9732228783, 9775034533

এম. এ. গণি হাসপাতাল
কোর্ট রোড, আরামবাগ, হুগলি
দিবারাত্রী রোগী ভর্তির সুব্যবস্থা আছে।
বিঃ দ্রঃ- স্বাস্থ্যসাথী কার্ড হোল্ডারদের এখানে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে।
Ph: 9609538713, 9775781615, 03211- 255 222